যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি শিক্ষক সমিতির তলবি সভা নিয়ে তুমুল বিতর্ক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পূর্ব নির্ধারিত তলবি সাধারণ সভার বৈধতা নিয়ে গতকাল আওয়ামীপন্থী নীল দল এবং বিএনপি ও জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা এবং হৈ চৈ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব মিলনায়তনে নির্ধারিত সময়ের দু'ঘণ্টা পরও সভা শুরু করা যায়নি। উভয় দলের শিক্ষকরাই গঠনতন্ত্র অনুসারে নিজেদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। সমিতির সভাপতি ও সাদা দলের শিক্ষক অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার তলবি সাধারণ সভা আহ্বানকে গঠনতন্ত্রের এখতিয়ার বহির্ভূত

বিতর্ক : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৬

বিতর্ক : ঢাবি শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক ও নীল দলের শিক্ষক অধ্যাপক শরীফ উল্লাহ ভুইয়া একে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা হিসাবে দাবি করেন। তবে তাদের কেউই এই সভা আহ্বান করেননি এবং সভায় সভাপতিত্ব করতেও তারা রাজি হননি। উভয় দলের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক বিকাল ৫টার মধ্যেই সভাস্থলে উপস্থিত হন। তারা প্রথমেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন সমিতির এই সভার বৈধতা নিয়ে। সমিতির গঠনতন্ত্রের ৮-এর (খ) ধারা অনুসারে অনূর্ধ্ব ২৫ জন সদস্যের স্বাক্ষরসহ লিখিতভাবে আবেদন করা হলে সাধারণ সম্পাদক ন্যূনতম দুই দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। যদি সাধারণ সম্পাদক তলবি সভার আবেদনে প্রদত্ত তারিখে সভা আহ্বানে অপারগ হন তবে ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সদস্যদের অবগত করে তলবকারীরা ওই সভা অনুষ্ঠিত করতে পারবেন। দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি আলোচনার জন্য নীল দলের ২৭ জন শিক্ষকের লিখিত আবেদনে সমিতির কার্যকরী পরিষদ সাড়া না দেয়ায় ওই শিক্ষকরা তলবি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার তার বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবেই চলছে। কোন অশান্তি নেই। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটেনি যে তলবি সভা ডাকতে হবে।' এর জবাবে সাবেক উপাচার্য ও নীল দলের শিক্ষক অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী সভা ডাকার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে যাতে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে সে লক্ষ্যেই তলবি সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে।

এর পরপরই নীল দলের শিক্ষক অধ্যাপক শরীফ উল্লাহ ভুইয়া, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ইমামুল হক, অধ্যাপক হোসেন মোহাম্মদ মুনসুর প্রমুখ এবং সাদা দলের শিক্ষক অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার, অধ্যাপক মাহমুদুল আমীন, অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম, অধ্যাপক আতিকুর রহমান, প্রক্টর নজরুল ইসলাম প্রমুখ দীর্ঘ দু'ঘণ্টা ধরে হৈ চৈ, চিৎকার এবং বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হন।